গবেষণা সিরিজ-১৮

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি

(প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতি

(প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে ০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ০৬
তৃতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার্স কম্পিউটার
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১১২৭২
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২২.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎস –	৭
	❖ আল-কুরআন	৭
	❖ সুন্নাহ	৮
	❖ বিবেক-বুদ্ধি	৮
৩.	মূল বিষয়	১৫
৪.	বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিস মাপার জন্যে চালু থাকা পদ্ধতিসমূহ	১৬
৫.	ইসলামী জীবন বিধানে গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা	১৮
৬.	পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি নির্ভুলভাবে জানা বা বের করার উপায়সমূহ	২১
৭.	সওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতির ব্যাপারে চূড়ান্ত তথ্য	২৭
৮.	সওয়াব ও গুনাহ মাপের ভিত্তিতে বেহেশত বা দোযখ পাওয়া সম্বন্ধে, ব্যাপকভাবে প্রচরিত বিভিন্ন অসতর্ক ধারণার উৎস ও তার পর্যালোচনা	৩৯
৯.	আল-কুরআনের আয়াত, যার অসতর্ক ব্যাখ্যা, সওয়াব ও গুনাহ মাপের ভিত্তিতে বেহেশত ও দোযখ পাওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে	৩৯
১০.	কিছু বর্ণনা যা নির্ভুল হাদীস বলে চালু আছে এবং যা সওয়াব ও গুনাহ মাপের ভিত্তিতে বেহেশত ও দোযখ পাওয়ার ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টির পেছনে ধিরাট ভূমিকা রেখেছে .	৪৭
১৫.	শেষ কথা	৫৫

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.pathagar.com

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُوْلٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে—

www.pathagar.com

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৪.০১.২০০৪ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময়

www.pathagar.com

বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

www.pathagar.com

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে–

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।
(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে

www.pathagar.com

হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، انْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে

www.pathagar.com

আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়

www.pathagar.com

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নত মানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকের ন্যায় কোনকিছুতে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological

www.pathagar.com

development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইস্‌লামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.) ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফরমুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

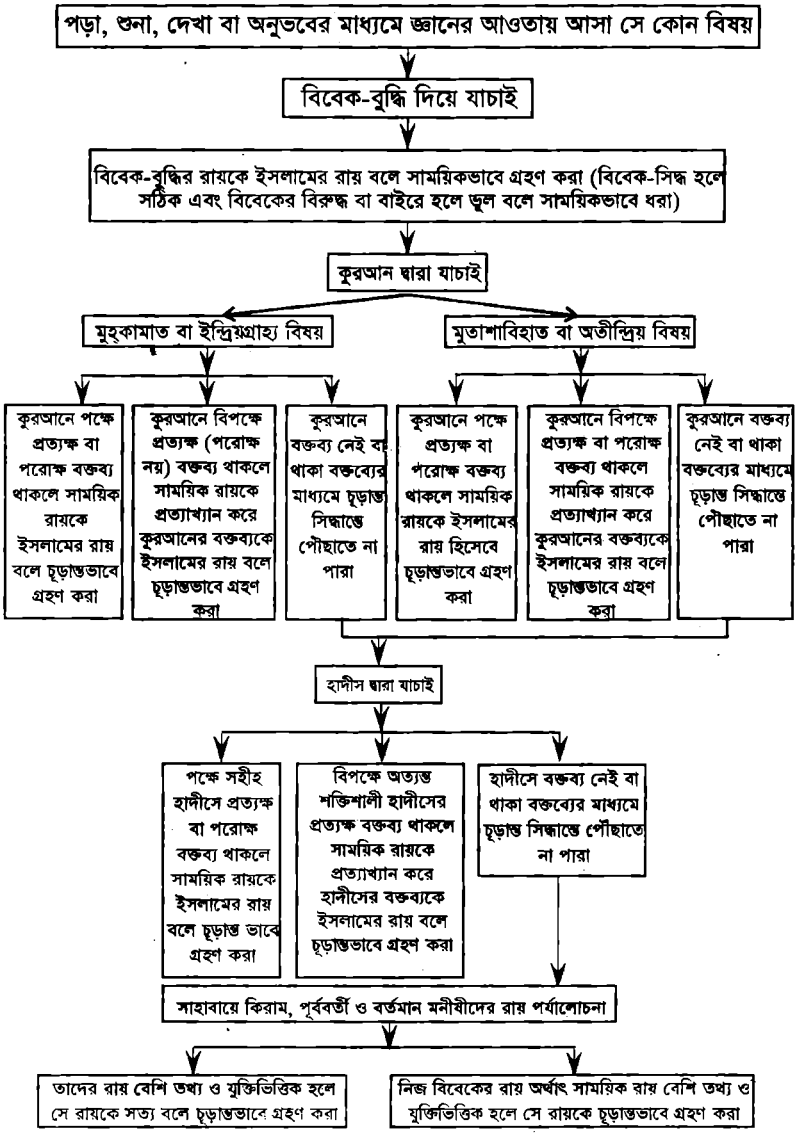

www.pathagar.com

মূল বিষয়

শেষ বিচারের দিন সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি এবং সে মাপের ভিত্তিতে বেহেশত বা দোযখ পাওয়া সম্বন্ধে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান ধারণাসমূহ হচ্ছে-

ক. সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের (Weight) ভিত্তিতে,

খ. ছোট-বড় সকল সওয়াব ও গুনাহের ভর আছে। অর্থাৎ বড় (কবীরা) সওয়াব ও বড় (কবীরা) গুনাহের বেশি ভর এবং ছোট (ছগীরা) সওয়াব ও ছোট (ছগীরা) গুনাহের কম ভর,

গ. সওয়াব ও গুনাহ দাঁড়িপাল্লায় মেপে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ ছোট-বড় সকল সওয়াব দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় এবং ছোট-বড় সকল গুনাহ অপর পাল্লায় উঠিয়ে মাপ দেয়া হবে। যার সওয়াবের পাল্লা ভারি হবে, সে বেহেশতে যাবে। আর যার গুনাহের পাল্লা ভারী হবে সে দোযখে যাবে,

সওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্বন্ধে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা উপরোক্ত ধারণাসমূহের বাস্তব ফল হচ্ছে-

১. অসংখ্য মুসলিম কষ্টসাধ্য, বিপদ-সংকুল বা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন বড় বড় নেক আমল ছেড়ে দিচ্ছে এবং সেগুলোর ভর পুষিয়ে নেয়ার জন্যে অল্প ভরের তথা ছোট সওয়াবের কাজ বেশি বেশি পালন করছে,

২. অনেকে বড় বড় গুনাহ করছে এবং ঐ গুনাহের ভরকে রহিত (Cancel) করে সওয়াবের পাল্লা ভারী করার জন্যে ছোট সওয়াবের কাজ বেশি বেশি করছে,

৩. উপরে বর্ণিত ধারণাসমূহের সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে দুনিয়ায় মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা তথা 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে মানুষের কল্যাণ করা' সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যে এমন অনেক কাজের প্রয়োজন যা করতে প্রচুর কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বা যা করা বিপদ-সংকুল। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম ঐ ধরনের অনেক আমল বাদ রেখে তার ভর পুষিয়ে নেয়ার জন্যে অল্প ভরের আমল তথা ছোট সওয়াবের কাজ বেশি বেশি পালন করছে।

www.pathagar.com

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের আলোকে শেষ বিচারের দিন সওয়াব ও গুনাহ মাপা এবং সে মাপের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে যে ধারণা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান সেগুলো সঠিক কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং সঠিক না হলে সঠিক পদ্ধতিটি কী সেটিও উপস্থাপন করা। আর এর ফলাফল স্বরূপ আশা করা যায়-

ক. পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপা এবং সে মাপের ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার সঠিক পদ্ধতিটি কী হবে, তা সকলে জানতে ও বুঝতে পারবে,

খ. মুসলিমদের আমল তথা জীবন পরিচালনা যথাযথ হবে এবং ফলস্বরূপ আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে,

গ. মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিস মাপার জন্যে চালু থাকা পদ্ধতিসমূহ-

বিভিন্ন জিনিস মাপার জন্যে বর্তমান পৃথিবীতে যে সকল পদ্ধতি চালু আছে তথা মানুষ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছে, বিশেষ কিছু দিকসহ সেগুলো হচ্ছে-

ক. ভরের (Weight) ভিত্তিতে মাপা

সাধারণত কঠিন (Solid) পদার্থ এ পদ্ধতিতে মাপা হয়। এখানে ভরের একটি একক (Unit) থাকে যেমন-কেজি, সের, স্টোন ইত্যাদি। দাঁড়িপাল্লাসহ নানা ধরনের মাপযন্ত্র (Weighting Machine) দিয়ে এ ধরনের মাপ কার্য সম্পাদন করা হয় বা করা যায়। এ পদ্ধতিতে মাপলে ভর আছে এমন কোন জিনিসের মাপের যোগফল কখনই শূন্য (Zero) হবে না। তা সব সময়ই শূন্যের উপরে কোন সংখ্যা হবে। তাই এ পদ্ধতির মাপের পরিমাণ ফলের ভিত্তিতে পুরস্কার শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে যে জিনিসের কিছু ভর আছে তার জন্যে কিছু পুরস্কার বা শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

খ. আয়তনের (Area, Volume) ভিত্তিতে মাপা

সাধারণত তরল ও বায়বীয় পদার্থ এ পদ্ধতিতে মাপা হয়। এখানেও আয়তনের একটি একক থাকে। যেমন লিটার, সি. সি ইত্যাদি। নানা ধরনের সহজ ও জটিল মাপ যন্ত্রের সাহায্যে এ ধরনের মাপ কার্জ সম্পাদন করা হয়। আয়তন বিশিষ্ট যে কোন পদার্থ মাপলে, এ পদ্ধতিতেও যোগফল সকল সময় শূন্যের উপরে কোন একটি সংখ্যা হবে। তাই এ পদ্ধতিতেও মাপের যোগফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে যে জিনিসের কিছু আয়তন আছে তার জন্যে কিছু পুরস্কার বা শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

www.pathagar.com

গ. ক্যালরী (Calorie), জুল (Joule), হর্স পাওয়ার (Horse Power) ইত্যাদি এককের মাধ্যমে মাপা

তাপ, বিদ্যুৎ, শক্তি ইত্যাদি এ ধরনের এককের মাধ্যমে মাপা হয়। নানা জটিল যন্ত্রের মাধ্যমে এ মাপ কার্য সম্পাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতেও একটি জিনিসের মাপের পরিমাণ ফল সকল সময় শূন্যের উপরের কোন একটি সংখ্যা হয়। অতএব এ পদ্ধতিতেও মাপের যোগফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দিলে যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে, তার জন্যে কিছু পুরস্কার বা শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

ঘ. গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা

কর্ম বা কাজ এ পদ্ধতিতে মাপা হয়। এ পদ্ধতির একক হচ্ছে মৌলিকত্ব অর্থাৎ মৌলিক (Fundamental) ও অমৌলিক (Non-Fundamental)। যে কাজগুলো করা হচ্ছে বা বাদ দেয়া হচ্ছে, মৌলিকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তার ধরন জানতে পারলে সহজেই এ পদ্ধতিতে মাপের যোগফল বের করা যায়। এখানে মাপের যোগফল নির্ণয়ের নীতিমালা হচ্ছে- মৌলিক কোন একটি করণীয় কাজ না করলে বা নিষিদ্ধ কাজ করলে সকল ভাল কাজের মাপের যোগফল শূন্য (Zero) হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের সাথে কাজগুলো সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়টি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। আর মৌলিক করণীয় কাজগুলো করার পর কিছু বা সকল অমৌলিক করণীয় কাজ না করলেও পুরো কাজের মাপের ফল কখনও শূন্য হয় না, শুধু তার পরিপূর্ণতায় কিছু ঘাটতি থাকে। অর্থাৎ যে কর্মকাণ্ডের সাথে কাজগুলো সম্পর্কযুক্ত সেটি ব্যর্থ হয় না তবে তার পরিপূর্ণতায় কিছুটা ঘাটতি থাকে। তাই এ পদ্ধতিতে মেপে পুরস্কার বা শাস্তি দিলে যে কাজে মৌলিক একটিও ত্রুটি থাকবে সে কাজের কোন পুরস্কার পাওয়া যাবে না। আর যে কাজে শুধু অমৌলিক ত্রুটি আছে সে কাজের পুরস্কার পাওয়া যাবে তবে সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কিছু কম হবে। মাপের এ পদ্ধতিতে ভর মাপের ন্যায় কোন যন্ত্র (দাড়িপাল্লা বা অন্য ধরনের ভর মাপা যন্ত্র) লাগে না।এখানে মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করা তথা মাপা যায় এমন ধরনের একটি হিসাবের যন্ত্র হলেই চলে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। অপারেশন (Operation) করা ডাক্তারি বিদ্যার একটি কাজ। প্রত্যেক অপারেশনে কিছু মৌলিক আর কিছু অমৌলিক বিষয় থাকে। তাই একটি অপারেশনে যদি ১০ (দশ)টি মৌলিক ও ২০ (বিশ)টি অমৌলিক বিষয় থাকে, তবে ঐ অপারেশন নামক কাজটি মাপার চিরসত্য পদ্ধতি হচ্ছে-

ক. সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় সঠিকভাবে করলে অপারেশনটি একশত ভাগ (১০০%) সফল হয় এবং তার সম্পূর্ণ সুফল (পুরস্কার) পাওয়া যায়,

www.pathagar.com

খ. একটি মৌলিক বিষয় বাদ রেখে বাকি নয়টি মৌলিক ও সকল অমৌলিক বিষয় করলেও অপারেশনটি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ অপারেশনটির সকল ভাল (সঠিক) কাজগুলোর যোগফল শূন্য হয়ে যায় এবং ঐ অপারেশনের জন্যে কোনই সুফল পাওয়া যায় না,

গ. সকল মৌলিক বিষয় করার পর একটি, কয়েকটি বা সকল অমৌলিক বিষয় পালন না করলেও অপারেশনটি সফল হয়, তবে তাতে সামান্য ঘাটতি থেকে যায়।

ইসলামী জীবন বিধানে গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা

ইসলামী জীবন বিধানের গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালাটি জানা থাকলে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতিটি বুঝা সহজ হয়। তাই চলুন প্রথমে কুরআন ও হাদীস এবং বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের আলোকে গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালাটি জেনে ও বুঝে নেয়া যাক-

বিবেক-বুদ্ধি

দুনিয়ার জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, একজন কর্মচারী যদি বড় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত-থাকে তবে মনিব বা কর্তা তার ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

মহান আল্লাহ মানুষের মনিব। তিনি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু। তাই বিবেক-বুদ্ধি বলে আল্লাহর ক্ষমার বিষয়টি আরও ব্যাপক হবে। কিন্তু তা কতটুকু ব্যাপক হবে তা শুধু বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝা সম্ভব নয়।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ الْمُنفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا. إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلهِ فَأُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থঃ মুনাফিকগণ অবশ্যই সর্বনিম্ন স্তরের জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং তুমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে (দেখতে) পাবে না। তবে তাদের মধ্যে যারা তওবা করবে এবং নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে এবং আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআন ও সুন্নাহকে) শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যে নিজেদের জীবন ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট করে নিবে, তারা (নেক্কার) মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ মু'মিনগণকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

(নিসাঃ ১৪৫, ১৪৬)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: এখানে মুনাফিকদের অবস্থান পরকালে সর্বনিম্ন স্তরের দোযখ হবে-এ কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেয়ার পর মহান আল্লাহ আবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল মুনাফিক নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে খালেস নিয়তে তওবা করবে এবং পরবর্তীতে তাদের কর্মনীতি কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করে নিয়ে সে অনুযায়ী বাস্তব আমল শুরু করবে, তাদের কৃত গুনাহ মাফ করে দিয়ে নেক্‌কার মু'মিন হিসেবে গণ্য করা ও মর্যাদা দেয়া হবে। মুনাফিকদের জন্যে এ ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে গুনাহগার মু'মিনদের জন্যে তা অবশ্যই কার্যকর থাকবে।

তথ্য-২

فَإِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থ: (কাফির ও মুনাফিকরা) যদি তওবা করে নিজেদের ভুল আচরণ থেকে ফিরে আসে, তবে তা তাদের জন্যেই ভাল। অন্যথায় আল্লাহ তাদের অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন দুনিয়ায় এবং আখিরাতে। (তওবা : ৭৪)

ব্যাখ্যা: এ আয়তখানির মাধ্যমেও বুঝা যায়, কাফির বা মুনাফিক ও গুনাহগার মু'মিনরা যদি খালিস নিয়তে তওবা করে তাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নিয়ে সঠিক ইসলামের পথে জীবন-যাপন শুরু করে, তবে তাদের মাফ করে দিয়ে নেক্‌কার মুমিন হিসেবে ধরা হবে এবং প্রতিফলও মু'মিন হিসেবে দেয়া হবে।

তথ্য-৩

সূরা ফোরকানের (পরে আসছে) ৬৭-৬৯ নং আয়াতে শিরকসহ কয়েক ধরনের বড় গুনাহের নাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা ঐ গুনাহসমূহ করবে তারা চিরকাল দোযখে থাকবে। তারপর ৭০ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যারা প্রকৃতভাবে তওবা করে নেক আমল করা আরম্ভ করবে তাদের গুনাহসমূহকে সওয়াবে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে।

তথ্য-৪

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

www.pathagar.com

অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতা, ভুল, লোভ, লালসা ইত্যাদির কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই হল সে সব লোক, যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা বলে আমি এখন তওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন ক্ষমা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (নিসাঃ ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা অজ্ঞতা, ভুল, লোভ, লালসা ইত্যাদিতে পড়ে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তওবা করে ফিরে আসে তিনি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর দ্বিতীয় আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন দুই ধরনের মানুষের তওবা তিনি কবুল করবেন না। তারা হচ্ছে-

১. যে সকল মু'মিন গুনাহ করে যেতে থাকে এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা করে।

২. যারা কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করে।

অর্থাৎ আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন খালিস নিয়াতে তওবার মাধ্যমে তিনি মু'মিন, মুনাফিক বা কাফিরের অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন সত্য কিন্তু সে তওবা হতে হবে মৃত্যু আসার যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে। অর্থাৎ মৃত্যু আসার এমন সময় পূর্বে যে, গুনাহ করার সুযোগ আসলেও ব্যক্তির সজ্ঞানে এবং স্ববলে তা থেকে দূরে থাকার মত অবস্থা থাকবে।

আল-হাদীস

وَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى. (مسلم)

www.pathagar.com

অর্থ: ইমরান ইবনে হোসাইন খুযারী (রা.) থেকে বর্ণিত। জোহায়না গোত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল– হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার অভিভাবককে ডেকে বলে দিলেন– এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এ সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে। তাই করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জানাযার নামায পড়ালেন। এ জন্যে উমর (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যিনা করেছে, তবু আপনি এর জানাযার নামাজ পড়ছেন? তিনি বললেন– সে এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্যে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয়, তার এরূপ তওবার চেয়ে ভাল তওবা তোমাদের কাছে আছে কি? (মুসলিম)

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে গুনাহগার মু'মিন ব্যক্তি খালিস নিয়াতে তওবা করে এবং কাফির বা মুনাফিক ব্যক্তি সত্যিকারভাবে ঈমান এনে আমলে সালেহ আরম্ভ করলে মহান আল্লাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ ব্যতীত) তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি নির্ভুলভাবে জানা বা বের করার উপায়সমূহ

বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে একটি ধারণা তথা সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যাপারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উপায়সমূহ হবে-

ক. কুরআন ও হাদীসে যদি পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পূর্বোল্লিখিত কোন একটি পদ্ধতি বা এর বাইরের কোন পদ্ধতির নাম, মাপের একক (Unit) ও মাপ যন্ত্রের (Weigting Machine) নাম সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকে, তবে সেটিই হবে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি।

খ. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পর কুরআন ও সুন্নাহ যে চূড়ান্ত যোগফলের ঘোষণা দিয়েছে তা যদি দুনিয়ার মাপের কোন একটি পদ্ধতির যোগফল বের করার নীতিমালার অনুরূপ হয়, তবে বুঝতে হবে ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সওয়াব গুনাহ মাপা হবে।

গ. সওয়াব ও গুনাহ মাপের ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহ, বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছে, সেটি যদি দুনিয়ার কোন একটি

www.pathagar.com

পদ্ধতির মাপের যোগফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার নীতিমালার অনুরূপ হয় তবে বুঝতে হবে সওয়াব ও গুনাহ ঐ পদ্ধতিতেই মাপা হবে।

❑❑ চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক উল্লিখিত উপায়সমূহের একটি, দুটি বা সব ক'টির মাধ্যমে শেষ বিচারের দিন সওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতির ব্যাপারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় কি না।

ক. মাপের পদ্ধতি, একক ও যন্ত্রের নামের প্রত্যক্ষ তথ্যের মাধ্যমে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি জানা

বিবেক-বুদ্ধি

ইসলামী জীবন বিধানে করণীয় কাজ যথাযথভাবে করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে যথাযথভাবে দূরে থাকাকে সওয়াব বলে। আর করণীয় কাজ কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত বা সমানের চেয়ে কম গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ না করা এবং নিষিদ্ধ কাজ কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত বা সমানের চেয়ে কম গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা সহকারে করাকে গুনাহ বলা হয়। অর্থাৎ সওয়াব ও গুনাহ হচ্ছে যথাক্রমে করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজের একধরনের রূপ। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি, কাজ (কর্ম) মাপার পদ্ধতির অনুরূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী পরকালে সওয়াব ও গুনাহ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপ হওয়ার কথা এবং ঐ মাপের একক (Unit) হওয়ার কথা মৌলিকত্ব তথা মৌলিক এবং অমৌলিক। আর ঐ মাপের পদ্ধতিতে ভর মাপার জন্যে প্রয়োজনীয় দাঁড়িপাল্লা বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্রের দরকার না হয়ে সংখ্যা হিসাব (মাণ) করার ন্যায় একটি যন্ত্র দরকার হওয়ার কথা। তাই ভরের এককের ন্যায় কোন একক এবং ভর মাপার জন্যে দরকারি কোন যন্ত্রের নাম কুরআন বা হাদীসে থাকার কথা নয়।

কুরআন ও হাদীস

কুরআন ও হাদীসের কোথাও পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি, একক ও মাপযন্ত্রের নাম প্রত্যক্ষ বা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

❑❑ সুতরাং মাপের পদ্ধতি, একক ও মাপযন্ত্রের নাম সম্বন্ধে কুরআন-হাদীসের প্রত্যক্ষ তথ্যের মাধ্যমে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

খ. মাপের যোগফল পর্যালোচনা করে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি জানা

বিবেক-বুদ্ধি

পৃথিবীতে এমন কোন ঈমানদার নেই যিনি কিছু না কিছু সওয়াবের কাজ করেননি। আবার নবী-রাসূলগণ বাদে পৃথিবীতে এমন কোন মু'মিন নেই যিনি কিছু না কিছু গুনাহের কাজ করেননি।

তাই সওয়াব ও গুনাহ যদি কেজি, লিটার, ক্যালরি, জুল, হর্স পাওয়ার ইত্যাদি এককের ভিত্তিতে কোন মাপযন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তবে একজন মু'মিনের সকল সওয়াব ও গুনাহের মাপের যোগফল, পৃথকভাবে, শূন্যের চেয়ে বেশি যে কোন একটি সংখ্যা হবে। আর যদি সওয়াব ও গুনাহ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হয় তবে মু'মিনের জীবনে একটি মৌলিক গুনাহের উপস্থিতি, তার সকল সওয়াবের মাপের যোগফলকে শূন্য করে দিবে।

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের তথ্যের মাধ্যমে যদি জানা ও বুঝা যায় যে, আমলনামায় একটি গুনাহ উপস্থিত থাকার কারণে শেষ বিচারের দিন একজন মু'মিনের সকল সওয়াবের মাপে যোগফল শূন্য হয়ে যাবে তবে বুঝতে হবে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হবে। কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থ অথবা তাপ, বিদ্যুৎ শক্তি ইত্যাদি মাপার পদ্ধতিতে মাপা হবে না।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থঃ আর যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং না পরকালের প্রতি। (নিসা:৩৮)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যারা লোক দেখানোর জন্যে ধন-সম্পদ খরচ করে তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তাদের কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে।

একজন ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে গণ্য করার অর্থ হচ্ছে তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ তথা তার জীবনের সকল সওয়াবের যোগফল শূন্য (Zero) বলে গণ্য করা।

লোক দেখানোর জন্যে সম্পদ ব্যয় করা ইসলামী জীবন বিধানে একটি মৌলিক (কবীরা) গুনাহ। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ উপস্থিত থাকলে ব্যক্তির সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হবে।

www.pathagar.com

তথ্য-২

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট বধির, বোবা ও নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সে সব লোক যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। (আনফাল: ২২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর দেয়া বিবেক-বুদ্ধিকে সকল কিছু বিশেষ করে ইসলাম জানা ও বুঝার জন্যে যথাযথভাবে কাজে লাগানো কুরআন-সুন্নাহের একটি মূল বিষয় তথা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। যারা আল্লাহ প্রদত্ত ঐ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না তাদেরকে আল্লাহ এখানে নিকৃষ্টতম জন্তু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ হলেই শুধু তাকে নিকৃষ্টতম পশুর সাথে তুলনা করা যায়।

তাহলে মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামে একটি মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটি কবীরা গুনাহ করলে একজন মু'মিনের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আমল নামায় একটি কবীরা গুনাহের উপস্থিতিতে জীবনের সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্য (Zero) হয়ে যাবে।

তথ্য-৩

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থঃ হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্যে শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দীনকে) অপছন্দকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রূহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তার সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দিয়েছেন বা দিবেন

(মুহাম্মদ: ২৫-২৮)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে-জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এই আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের মিথ্যা ধারণা দিয়েছে যে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।

৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

৪. ঐ রকম আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

তাহলে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াত ক'খানির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল ব্যক্তি তাঁর নাযিলকৃত (মূল) বিষয়ের অর্থাৎ আল-কুরআনের (মূল) বিষয়ের কিছু তথা একটিও অনুসরণ করবে না, তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ হবে। আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয়।

তাহলে আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের একটিও মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটিও মৌলিক (কবীরা) গুনাহ শেষ বিচারের দিন আমলনামায় উপস্থিত থাকলে ব্যক্তির সকল নেক (সঠিক) আমলের মাপের যোগফল শূন্য হবে।

আল হাদীস

তথ্য-১

وَ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.(بيهاقى)

অর্থঃ আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন, যার ভিতর তিনি এ কথা বলেননি যে, 'খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দীন নেই। (বায়হাকী)

www.pathagar.com

তথ্য-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَانْ صَامَ وَ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. (بخارى،مسلم)

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি (মুসলিম শরীফে অতিরিক্তভাবে যোগ করা হয়েছে-সে যদি সালাত, সওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তবুও)। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।

(বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-৩

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (بخارى، مسلم)

অর্থঃ আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব অবশ্যই আছে, যদি (তওবা করে) সে তা পরিত্যাগ না করে। সে চারটি স্বভাব হচ্ছে-আমানত রাখা হলে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যখন ঝগড়া-লড়াই করে তখন নৈতিকতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সীমা লংঘন করে। (বুখারী, মুসলিম)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

খিয়ানত করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া-লড়াই করার সময় নৈতিকতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সীমা লংঘন করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কবীরা তথা মৌলিক গুনাহ। আলোচ্য হাদীস ক'খানিতে রাসূল (সা.) ঐ সকল গুনাহকারী ব্যক্তির ঈমান নেই, দীন নেই বা মুনাফিক বলে জানিয়ে দিয়েছেন। যার ঈমান নেই বা যে মুনাফিক তার সকল আমল বা পুরো জীবন ব্যর্থ, এটিতো সহজেই বুঝা যায়।

www.pathagar.com

সুতরাং এ হাদীস ক'খানি এবং এ ধরনের আরো অনেক হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইসলামের মৌলিক আমলের একটিও না করলে বা বাদ গেলে একজন মু'মিনের অন্য সকল নেক আমল ব্যর্থ ধরা হবে। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন কোন মু'মিনের আমল নামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে তার সকল নেক (সঠিক) আমলের মাপের যোগফল শূন্য হবে।

উপাসনামূলক ইবাদাতের শিক্ষা হতে আমল মাপার পদ্ধতি জানা

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি উপাসনামূলক ইবাদাত মানুষের জন্যে আল্লাহ ফরজ করেছেন। এই ইবাদাতসমূহের অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয় থেকে আল্লাহ মানুষকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া ঐ শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ ইবাদাতসমূহ কবুল হয় না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ' নামক বইটিতে।

ঐ ইবাদাতসমূহের অনুষ্ঠানে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব (নফল) এ চার ধরনের বিষয় (আরকান) আছে। এর মধ্যে ফরজ ও ওয়াজিব হচ্ছে মৌলিক আর সুন্নাত ও নফল হচ্ছে অমৌলিক। ঐ ইবাদাতসমূহ কবুল তথা সফল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত নীতিমালা হচ্ছে- ফরজ বা ওয়াজিব আরকানসমূহের একটিও বাদ গেলে সংশ্লিষ্ট ইবাদাতটি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে পুরোটি ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ আংশিক গ্রহণযোগ্য (কবুল) না হয়ে পুরোটি অগ্রহণযোগ্য হয়। আর সুন্নাত ও নফল অর্থাৎ অমৌলিক আরকানসমূহের সব কটিও বাদ গেলে সংশ্লিষ্ট ইবাদাতটি ব্যর্থ হয় না, তবে তাতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

ঐ ইবাদাতসমূহের অনুষ্ঠান থেকে তাই মহান আল্লাহ মুসলমানদের এ তথ্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের জীবনেও মৌলিক ও অমৌলিক দু'ধরনের আমল (বিষয়) আছে। মৌলিক (কবীরা) আমলের একটিও বাদ গেলে তাদের জীবন আংশিক ব্যর্থ না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হবে। আর অমৌলিক আমল সব ক'টিও বাদ গেলে জীবন ব্যর্থ হবে না তবে তাতে কিছুটা ত্রুটি থাকবে। অর্থাৎ জীবনের নেক আসলসমূহের যোগফল শূন্য হবে না। তবে কিছুটা কম হবে।

মাপের যোগফলে পৌঁছানোর নীতিমালা থেকে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস, উপাসনামূলক ইবাদাতসমূহের শিক্ষা ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের সাথে ইসলামী জীবন বিধানের সওয়াব ও গুনাহ মাপার নীতিমালাটি মিলালে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, একজন ঈমানদার জীবনে যদি একটিও কবীরা (মৌলিক) গুনাহ করে থাকে এবং সে যদি মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত

www.pathagar.com

সময় পূর্বে তওবা করে সে গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে সঠিক পথে ফিরে না এসে থাকে, তবে শেষ বিচারের দিন তার জীবনের সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্য ধরা হবে।

সওয়াব ও গুনাহ মাপের এ ধরনের যোগফল হওয়া থেকে তাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। যেখানে মাপের একক হবে মৌলিকত্ব অর্থাৎ মৌলিক এবং অমৌলিক। কেজি, লিটার, সিসি, ক্যালরী, জুল, হর্‌স পাওয়ার ইত্যাদি নয়। ঐ মাপের যোগফল বের করার নীতিমালা হবে, আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ উপস্থিত থাকলে সকল নেক আমলের যোগফল হবে শূন্য। আর আমলনামায় যদি শুধু ছগীরা গুনাহ থাকে তবে নেক আমলের পরিমাণ শূন্য হবে না তবে তার পরিপূর্ণতায় কিছু ঘাটতি থাকবে।

গ. বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার নীতিমালা থেকে সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি জানা

বিবেক-বুদ্ধি

সওয়াব ও গুনাহ যদি কেজি, লিটার, সিসি, ক্যালরী, জুল, হর্‌স পাওয়ার ইত্যাদি এককের ভিত্তিতে, কোন মাপযন্ত্রের মাধ্যমে মাপা হয় এবং ঐ মাপের যোগফলের ভিত্তিতে, যদি বেহেশত বা দোযখ প্রাপ্তি নির্ণয় করা হয়, তবে নবী-রাসূলগণ বাদে সকল ঈমানদার কিছুকালের জন্যে দোযখের শাস্তি এবং কিছুকালের জন্যে বেহেশতের পুরস্কার পাবে। কারণ, সকল ঈমানদার জীবনে কিছু না কিছু পরিমাণের সওয়াব ও গুনাহ অবশ্যই করেছে।

অন্যদিকে মৌলিকত্বকে একক ধরে, সওয়াব ও গুনাহ যদি গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হয়, তবে আমলনামায় একটি কবীরা (মৌলিক) গুনাহের উপস্থিতির কারণে একজন ঈমানদারকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। কারণ, একটি কবীরা গুনাহের উপস্থিতি তার সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্যে পৌঁছে দেবে। আর যদি ঈমানদারের জীবনে শুধু ছগীরা গুনাহ উপস্থিত থাকে তাহলে সে বেহেশত পাবে, তবে সে বেহেশতের মান, সবচেয়ে ভাল বেহেশতের চেয়ে গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী নিচু হবে। কারণ, ছগীরা গুনাহের উপস্থিতির কারণে সকল সওয়াবের যোগফল পরিপূর্ণতার চেয়ে কিছুটা কম হয়, তবে ব্যর্থ হওয়ার মত কম হয় না।

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে যদি জানা ও বুঝা যায় যে, একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে, আর শুধু অমৌলিক গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকালের জন্যে বেহেশত পাবে,

www.pathagar.com

তবে বুঝতে হবে পরকালে গুনাহ ও সওয়াব গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হবে। যেখানে মাপের একক হবে মৌলিকত্ব এবং যে মাপের জন্যে ভর মাপতে ব্যবহার হয় এমন কোন মাপযন্ত্র লাগবে না। লাগবে যোগ-বিয়োগ করা যায় এমন একটি হিসাব (মাপ) যন্ত্র।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلٰئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতা, ভুল, লোভ-লালসা ইত্যাদির কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই হল সে সব লোক, যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা বলে, আমি এখন তওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন ক্ষমা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (দোযখ) প্রস্তুত করে রেখেছি। (নিসা : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা অজ্ঞতা, ভুল, লোভ, লালসা ইত্যাদিতে পড়ে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তওবা করে ফিরে আসে তিনি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর দ্বিতীয় আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মৃত্যু আসার যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে যে সকল মু'মিন খালিস নিয়াতে তওবা করে গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে আসবে না বা যে সকল কাফির-মুনাফিক প্রকৃতভাবে ঈমান আনবে না তাদের গুনাহ তিনি মাফ করবেন না এবং তাদের দোযখে যেতে হবে। আল্লাহ যেহেতু তাদের মাফ করবেন না তাই তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ এখানে গুনাহ কথাটি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি কবীরা ও ছগীরা কোন গুনাই মাফ করবেন না, নাকি শুধু কবীরা গুনাহ মাফ করবেন না, তা নির্দিষ্ট করে বলেননি।

তথ্য-২

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا.

অর্থ: যে সকল কবীরা গুনাহ হতে তোমাদের (মু'মিনদের) বিরত থাকতে বলা হয়েছে তা হতে যদি বিরত থাকতে পার তবে তোমাদের ছগীরা গুনাহসমূহ আমি নিজ থেকে রহিত (মাফ) করে দিব এবং তোমাদের সম্মানের স্থানে (বেহেশতে) প্রবেশ করাব। (নিসা: ৩১)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ঈমানদার ব্যক্তিরা কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে বা মুক্ত হতে পারলে তাদের সকল ছগীরা গুনাহ তিনি নিজ থেকে কোন না কোনভাবে মাফ করে দিয়ে বেহেশত দিয়ে দিবেন।

কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা বা হওয়ার দু'টি পথের একটি হচ্ছে কবীরা গুনাহ না করা। আর অন্যটি হচ্ছে কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে মৃত্যু আসার যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে তওবা করে মাফ করিয়ে নেয়া। আর ইসলামী জীবন বিধানে মৃত্যুর পর গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় হচ্ছে শাফায়াত বা সরাসরি আল্লাহর নিজ ইচ্ছা।

তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, কৃত ছগীরা গুনাহ কোন না কোন উপায়ে মাফ করিয়ে নিয়ে তিনি তাদের প্রথম থেকেই বেহেশত দিয়ে দিবেন।

অন্য কথায় বলা যায় কবীরা (মৌলিক) গুনাহসহ যে সকল মু'মিন মৃত্যুবরণ করবে তাদের বেহেশত জুটবে না। অর্থাৎ তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

তথ্য-৩

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থঃ তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জন্যে। আর আল্লাহর নিকট যা রয়েছে (বেহেশতের সামগ্রী) তা অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী। সেগুলো হচ্ছে ঐ লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা রাখে। আর যারা কবীরা (বড়) গুনাহসমূহ ও নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং রাগ হলে ক্ষমা করে দেয়। (শুরাঃ ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে এবং পরের আয়াতে (৩৮ নং) কিছু বড় সওয়াব ও কিছু বড় (কবীরা) গুনাহ নাম ধরে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন বেহেশতের অধিকারী হবে শুধু সে মু'মিনরা যারা নাম উল্লেখ করাগুলোসহ অন্য সকল কবীরা গুনাহ হতে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ যে সকল মু'মিন কবীরা গুনাহগার হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে তারা বেহেশত পাবে না। অর্থাৎ তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

তথ্য-৪

وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَ مًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰـهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا. إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا. وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

অর্থঃ রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খদের কথা হয়, তখন তারা বলে, সালাম। এবং যারা রাত্রি যাপন করে প্রতিপালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে; আর যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে

www.pathagar.com

দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা। আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় (দোযখে) লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে ঈমানের পথে ফিরে এসে সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যে তওবা করার পর, সৎকর্ম শুরু করে, সে তো ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। আর যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না এবং যখন বেহুদা ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয় তখন ভদ্রভাবে তা এড়িয়ে যায় এবং তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ শুনিয়ে নসিহাত করা হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (ফেরকান: ৬৩-৭৩)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ প্রসিদ্ধ এ আয়াতসমূহে عِبَادُ الرَّحْمَانِ তথা মু'মিন বান্দাদের কিছু বড় আমলের নাম উল্লেখ করার পর ৬৯ নং আয়াতে বলেছেন, এগুলো যারা অমান্য করবে তাদের দোযখে যেতে হবে এবং তথায় চিরকাল থাকতে হবে। পরে ৭০ ও ৭১ নং আয়াতে বলেছেন যারা (মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে) তওবা করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করা শুরু করবে তাদের সকল গুনাহ তিনি শুধু মাফই করবেন না, সেগুলোকে সওয়াবে পরিবর্তন করে দিবেন।

তথ্য-৫

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا.

অর্থ: এবং যে ব্যক্তি (মু'মিন বা কাফির) কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহর গজব ও অভিশাপ। আর তার জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। (নিসা: ৯৩)

ব্যাখ্যা: ইসলামী জীবন বিধানে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কোন মু'মিন অন্যায়ভাবে অন্য কাউকে হত্যা করলে তাকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। অর্থাৎ একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ কোন মু'মিন মৃত্যুবরণ করলে তাকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

www.pathagar.com

তথ্য-৬

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا، فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থঃ অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। তাই যে ব্যক্তির নিকট তার রবের এ উপদেশ পৌঁছাবে এবং ভবিষ্যতে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তার পূর্বের সুদ খাওয়া বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। আর যারা আদেশ পাওয়ার পরও পুনরাবৃত্তি করবে তারা জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাকারাহ : ২৭৫)

ব্যাখ্যাঃ সুদ খাওয়া কবীরা গুনাহ। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মধ্যেও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শেষ বিচারের দিন আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ উপস্থিত থাকলে ব্যক্তিকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

তথ্য-৭

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থঃ তোমরা কি কিতাবের (আল্লাহর কিতাবের) কিছু স্বীকার আর কিছু অস্বীকার করবে? তোমাদের মধ্যে যারা ঐ রকম করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের বদলা লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর পরকালে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিন শাস্তির দিকে। তোমাদের কৃত কোন কাজই আল্লাহর অজানা থাকে না। এরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে কিনে নিয়েছে। তাদের শাস্তি একটুও কমানো হবে না এবং তাদের কোন ধরনের সাহায্য করা হবে না। (বাকারাঃ ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যাঃ ৮৪ নং আয়াত (অনুল্লিখিত) এবং ৮৫ নং আয়াতের (অনুল্লিখিত) প্রথম অংশের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায়, ৮৫ নং আয়াতের উল্লিখিত অংশ ও ৮৬ নং আয়াতে যে ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তারা মু'মিন (ঈমানদার) ব্যক্তি এবং তারা আল্লাহর কিতাবের কিছু পালন করে এবং কিছু পালন করে না। তাই ৮৫

www.pathagar.com

নং আয়াতের উল্লিখিত অংশে যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু স্বীকার কর আর কিছু অস্বীকার কর?' সেখানে আল্লাহ আসলে মু'মিন ব্যক্তিদের বলেছেন, তোমরা কিতাবের কিছু অনুসরণ করবে এবং কিছু ছেড়ে দিবে এমন যেন না হয়। তাছাড়া মু'মিন ব্যক্তিরা কখনও সরাসরি বলে না যে, তারা আল্লাহর কিতাবের কিছু স্বীকার করে আর কিছু অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের অনেকেই বা অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে কিছু অনুসরণ করে আর কিছু অনুসরণ করে না। বর্তমান বিশ্বের মুসলমান জাতি এর বাস্তব উদাহরণ।

তাই মু'মিন ব্যক্তি যারা কুরআনের কিছু অনুসরণ করে আর কিছু অনুসরণ করে না, তাদের ব্যাপারে ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তাদের কঠিন শাস্তির দিকে তথা দোযখে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর ৮৬ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের শাস্তি কোনভাবে কমানো হবে না এবং তাদেরকে (শাফায়াত বা অন্যভাবে) কোন ধরনের সাহায্য করা হবে না। অর্থাৎ তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

এ আয়াতসমূহ থেকেও জানা ও বুঝা যায় আল-কুরআনের মূল বিষয়ের একটিও পালন না করে মৃত্যুবরণ করলে তথা একটিও কবীরা গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে মু'মিন ব্যক্তিকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ

www.pathagar.com

الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.(بخارى)

অর্থঃ সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.)-এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন, তাদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম (সা.) তার দিকে নজর করে বললেন– যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নজর করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করল। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এক পর্যায়ে সে যখম হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। এ জন্যে সে তরবারীর তীক্ষ্ণ দিকটি তার বুকের উপর দাবিয়ে দিল। দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারীটি বক্ষ ভেদ করল। এটি দেখে লোকটি নবী (সা.)-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।' অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা হয়েছিল, এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। অতঃপর সে আঘাতপ্রাপ্ত হল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। নবী (সা.) এ কথা শুনে বললেন, নিশ্চয় কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করে মূলত সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতী লোকের আমল করে মূলত সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ আমলের উপর। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ আত্মহত্যা করা ইসলামের একটি মৌলিক (কবীরা) নিষিদ্ধ কাজ তথা কবীরা গুনাহ। হাদীসখানিতে দেখা যায়, রাসূল (সা.)-এর একজন সাহাবী কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে যখম হয়ে যন্ত্রণা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করেছে অর্থাৎ একটি মৌলিক গুনাহ করেছে। আর ঐ একটি মৌলিক গুনাহের জন্যে তার ঠিকানা জাহান্নাম বলে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই হাদীসখানি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা ও বুঝা যায়, একটিও মৌলিক গুনাহ করলে ঈমানদার ব্যক্তিকে দোযখে যেতে হবে (যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে তা মাফ করিয়ে না নেয়)।

www.pathagar.com

তথ্য-২

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيْهَا هُوَ فِيْه.

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী, তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছ চিরদিন সেখানে থাকবে।

(বুখারী ও মুসলিম। তাফসীরে মাযহারীতে সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীরেও হাদীসখানিকে ব্যবহার করা হয়েছে)

তথ্য-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ.

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, (মানুষকে বেহেশত ও দোযখে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে।

(বুখারী ও মুসলিম। তাফসীরে মাযহারীতে সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীরেও হাদীসখানিকে ব্যবহার করা হয়েছে)

তথ্য-৪

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ.

অর্থ: ছাগলের সুরতে মৃত্যুকে হাজির করা হবে। অতঃপর দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে জবাই করা হবে। তখন ঘোষণা করা হবে, হে বেহেশতবাসী, চিরদিন এখানে থাকবে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না এবং হে দোযখবাসী, চিরদিন এখানে থাকবে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।

(বুখারী ও মুসলিম। তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীরেও হাদীসখানিকে ব্যবহার করা হয়েছে)

www.pathagar.com

তথ্য-৫

وَاَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ عَمْ مُعَاذ ابْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اَلَيْكُمْ مُخْبِرُكُمْ اَنَّ الْمَرَدَّ اِلَى اللهِ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ نَارِ خُلُوْدُ بِالاَمْوَتِ وَاَقَامَةِ بِالاَظْعَنِ فِىْ اَجْسَادِ لاَ تَمُوْتَ.

অর্থ: মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন, হে লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে রাসূল (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।
(বুখারী ও মুসলিম। তাফসীরে মাযহারীতে সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের তাফসীরেও হাদীসখানিকে ব্যবহার করা হয়েছে)

তথ্য-৬

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قِيْلَ لاَهْلِ النَّارِ اَنَّكُمْ مَا كِثُوْنَ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ لَفَرِحُوْابِهَا. وَلَوْ قِيْلَ لَاَهْلِ اللْجَنَّةِ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ لَحَزَنُوْا وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُمُ الْاَبَدَ.

অর্থ: হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, দোযখবাসীদের যদি বলা হয়, এখানে উপস্থিত অসংখ্য পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা দোযখে থাকবে তবে তারা খুব খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয়, এখানে উপস্থিত অসংখ্য পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা ভয়ানক দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। (তিবরানী, আবু নাঈম, ইবনে মারদুইয়া)

❑❑ এ সকল হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় কাফির বা মু'মিন যারাই দোযখে যাক না কেন তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। আর এ হাদীসগুলোর বক্তব্য এবং কুরআনের এ বিষয়ের বক্তব্য একই। তাই এ হাদীসগুলো, এ বিষয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী হাদীস। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো মু'মিন বা কাফির কেউ দোযখে গেলে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে কিনা এ বিষয়ের সব চেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

www.pathagar.com

বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার নীতিমালা থেকে সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাথে ইসলামী জীবন বিধানের গুনাহ্ মাপের নীতিমালাটি মিলালে তাই নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, একজন মু'মিন জীবনে যদি একটিও কবীরা গুনাহ্ করে থাকে এবং সে যদি মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে ঐ গুনাহ্ তওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে।

সওয়াব ও গুনাহ্ তথা আমল মেপে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার এ ধরনের নীতিমালা থেকে তাই সহজে জানা ও বুঝা যায়, পরকালে সওয়াব ও গুনাহ্ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে এবং সে মাপের একক হবে মৌলিকত্ব। কেজি, লিটার, সি. সি., ক্যালরী, জুল, হর্স পাওয়ার ইত্যাদি এককের মাধ্যমে সওয়াব ও গুনাহ্ মাপা হবে না।

শেষ বিচারের দিন সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে চূড়ান্ত তথ্য

এ পর্যায়ে এসে আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, শেষ বিচারের দিন সওয়াব ও গুনাহ্ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে এবং সে মাপে একক (Unit) হবে মৌলিকত্ব তথা মৌলিক ও অমৌলিক। আর সে মাপের ফল নির্ভর করবে মৌলিক গুনাহের (কবীরা গুনাহ্) উপস্থিতি থাকা না থাকার উপর। একটিও মৌলিক (কবীরা) গুনাহ্ করে মু'মিন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়তে তওবা করে সঠিক ইসলামে ফিরে না এসে পরলোকগমন করে, তবে তার সকল নেক আমলের মাপের ফল শূন্য (Zero) হবে। আর অমৌলিক (ছগীরা) গুনাহ্, মু'মিন ব্যক্তি যদি তওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে নিয়েও মৃত্যুবরণ করে তবে তার সওয়াবের মাপের যোগফল শূন্য হবে না। তবে পরিপূর্ণ যোগফলের চেয়ে তা কিছু কম হবে। আর ঐ মাপের জন্য দাঁড়িপাল্লা বা ভর মাপার যন্ত্রের ন্যায় কোন যন্ত্র লাগবে না। সংখ্যা যোগ বিয়োগ করা যায় এমন একটি হিসাব (মাপ) যন্ত্র দরকার হবে। ঐ হিসাব যন্ত্রে প্রোগ্রাম করা থাকবে যে একটি কবীরা গুনাহ্ যোগ হলে সওয়াবের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। আর তাওবা করলে কৃত গুনাহ্ সওয়াবে পরিবর্তিত হয়ে পূর্বের সওয়াবের সাথে যোগ হয়ে সওয়াবের নতুন যোগফল তৈরি হবে।

www.pathagar.com

তাই আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে আমলের হিসাব নেয়ার কথা বলা হয়েছে বা আল্লাহ নিজেকে হিসাব নেয়ার জন্যে যথেষ্ট বা দ্রুত হিসাবকারী সত্তা বলেছেন। যেমন -

وَ انْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِه اللّٰهُ ط

অর্থ: তোমরা মনের কথা প্রকাশ বা গোপন কর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। (বাকারা : ২৮৪)

انَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে ইমরান: ১৯৯)

..... وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

অর্থ: আর (আমলের) হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (আম্বিয়া : ৪৭)

সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারিত বিভিন্ন অসতর্ক ধারণার উৎস ও তার পর্যালোচনা

সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল অসতর্ক ধারণা মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং যার জন্যে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তার প্রধান দু'টি উৎস হল–

১. আল-কুরআনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা,

২. কিছু বর্ণনা যা নির্ভুল হাদীস বলে চালু আছে।

চলুন এখন আল-কুরআনের সে আয়াত এবং হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ থাকা সে বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনা করা যাক-

আল-কুরআনের আয়াত, যার অসতর্ক ব্যাখ্যা, সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাপক ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে

তথ্য-১

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ.وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

অর্থ: সেদিন মানুষকে তাদের কৃতকর্ম দেখানোর জন্যে বিভিন্ন দলে প্রকাশ করা হবে। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ (সওয়াব) করলে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ (গুনাহ) করলে তাও দেখতে পাবে।

(যিলযাল: ৬-৮)

www.pathagar.com

অসতর্ক ব্যাখ্যা: ৭ ও ৮ নং আয়াত দু'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ব্যাখ্যা হচ্ছে–কারো সামান্য পরিমাণের সৎ কাজ করা থাকলে পরকালে সে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না। আবার কারো সামান্য পরিমাণের গুনাহ করা থাকলে পরকালে সে তার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। আর এ অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে, এ তথ্য বিস্তার লাভ করেছে যে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ ভরের ভিত্তিতে, দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে। কারণ ভরের ভিত্তিতে মাপলে বিন্দু পরিমাণ সওয়াব ও গুনাহের জন্যে পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়া সম্ভব। গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলে তা সম্ভব নয়।

আয়াত দু'খানির এই অসতর্ক ব্যাখ্যা যে কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না

আয়াত ক'খানির কোথাও আমলের পরিমাণের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বিন্দু পরিমাণ ভাল বা খারাপ আমলও সে দিন দেখানো হবে। তাই আয়াত ক'খানি থেকে আমলের পরিমাণের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার নীতিমালা বের করার কোনই সুযোগ নেই।

আয়াত ক'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা হওয়ার কারণ

অতীতে আয়াত ক'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা হওয়ার কারণ হল, VIDEO ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমল (কাজ) সংঘটিত হওয়ার সময় ভিডিও রেকর্ড করে রেখে পরে আবার রি-প্লে করে দেখানো যায়, একথাটি মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব ছিল না। তাই অতীতকালের তাফসীরবিদগণ অণু পরিমাণের সৎ ও অসৎ কাজ পরকালে দেখনো হবে কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এটি তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল।

আয়াত ক'খানির প্রকৃত ব্যাখ্যা

মানুষের বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে আলোচ্য আয়াত ক'খানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে–মহান আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য বা গোপনে করা সকল কাজের ভিডিও বা আরো উন্নত রেকর্ড করে রাখছেন তাঁর রেকর্ডকারী কর্মচারী তথা ফেরেশতার মাধ্যমে। পরকালে তিনি কর্ম অনুযায়ী বিচার করে মানুষকে যে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন সে বিচারের রায়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে মানুষের মনে যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে সে জন্যে মানুষকে তাদের কৃতকর্মের ঐ রেকর্ড দেখানো হবে। ঐ রেকর্ডে মানুষ তার কৃত বিন্দু পরিমাণেরও সৎ বা অসৎ আমল দেখতে পাবে।

আল-কুরআনের অন্য যে স্থানে একইভাবে বিন্দু পরিমাণ আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও ঐ আমলের জন্যে পুরস্কার বা শাস্তির বিষয়টি না বলে তা মানুষকে জানানো, দেখানো বা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কথাই বলা হয়েছে। যেমন-

www.pathagar.com

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

অর্থ: যদি কোন আমল (সওয়াব বা গুনাহ) সরিষার দানার পরিমাণও হয় তা আমি উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (আম্বিয়া: ৪৭)

ব্যাখ্যা: এখানে পরিষ্কারভাবে বিন্দু পরিমাণ ভাল বা খারাপ আমল পরকালে মানুষের সামনে (দেখানোর জন্যে) উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। ঐ পরিমাণ আমলের পুরস্কার বা শাস্তির কথা বলা হয় নাই।

তথ্য-২

ক.

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ. فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌ.

সরল অর্থ: অতঃপর যার মাওয়াযিন (مَوَازِيْن) ছাকুলাত (ثقلت) হবে সে পছন্দ মত সুখে-শান্তিতে থাকবে। আর যার মাওয়াযিন (مَوَازِيْن) খাফ্ফাত (خَفَّتْ) হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। তুমি কি জান তা কী? (তা) প্রজ্বলিত অগ্নি।

(আল-ক্বারিয়া: ৬-১১)

অসতর্ক অর্থ: অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে পছন্দমত সুখে-শান্তিতে থাকবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। তুমি কি জান তা কী? (তা) প্রজ্বলিত অগ্নি।

খ.

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

সরল অর্থ: আর সে দিন 'ওজন' হবে সত্য-সঠিক। যাদের 'মাওয়াযিন' ছাকুলাত হবে তারা কল্যাণ (বেহেশত) লাভ করবে। আর যাদের 'মাওয়াযিন' খাফ্ফাত হবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির (দোযখের) সম্মুখীন করেছে। কারণ, তারা আমার আয়াতের (কুরআনের বক্তব্যের) প্রতি যুলুম করেছে।

(আরাফ: ৮, ৯)

অসতর্ক অর্থ: আর সেদিন মাপ হবে সত্য সঠিক। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারা কল্যাণ (বেহেশত) লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের মহাক্ষতির (দোযখের) সম্মুখীন করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতের (কুরআনের বক্তব্যের) প্রতি যুলুম করেছে।

www.pathagar.com

গ.

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَأُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ.

সরল অর্থ: অতঃপর যাদের মাওয়াযিন ছাকুলাত হবে তারা সফল হবে। আর যাদের মাওয়াযিন খাফ্ফাত হবে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে। (মুমেনুন: ১০২, ১০৩)

অসতর্ক অর্থ: অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।

সম্মিলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা: তথ্য তিনটিতে বিশেষ করে 'ক' নং তথ্যে উল্লিখিত আয়াত ক'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় বড়-ছোট সকল সওয়াব এবং অন্য পাল্লায় বড়-ছোট সকল গুনাহ উঠিয়ে মাপ দেয়া হবে। যার সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে সে বেহেশতে যাবে, আর যার গুনাহের পাল্লা ভারী হবে সে দোযখে যাবে।

❑❑ ১ ও ২ নং তথ্যে উল্লিখিত আয়াতসমূহের অসতর্ক অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া কথাসমূহ-

১. পরকালে দাঁড়িপাল্লার একপাল্লায় বড়-ছোট সওয়াব এবং অন্য পাল্লায় বড়-ছোট সকল গুনাহ উঠিয়ে ভরের ভিত্তিতে মাপ দেয়া হবে।

২. বড় সওয়ার ও গুনাহের ভর বেশি এবং ছোট সওয়াব ও গুনাহের ভর কম হবে।

৩. যার সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে সে বেহেশতে আর যার গুনাহের পাল্লা ভারী হবে সে দোযখে যাবে।

৪. অল্প পরিমাণের সওয়াবের জন্যে যেমন পুরস্কার পাওয়া যাবে তেমনি অল্প গুনাহের জন্যে শাস্তি পেতে হবে।

৫. মু'মিন ব্যক্তি গুনাহের কারণে দোযখে গেলেও কৃত সওয়াবের কারণে কিছু কাল শাস্তি ভোগ করার পর অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আয়াতসমূহের অসতর্ক অর্থ ও ব্যাখ্যা হতে বের হওয়া কথাসমূহের বাস্তব যে ফল বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের আমলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় তা হল- অধিকাংশ মুসলমান বিপদ-সংকুল বা কষ্টকর মৌলিক করণীয় আমল (বড় সওয়াবের কাজ) বাদ রেখে বা মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ (বড় গুনাহের কাজ) করে সওয়াবের পাল্লা ভারী করার জন্যে বেশি বেশি ছোট (ছগীরা) সওয়াবের কাজ করছে। আর ঐ অসতর্ক ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ফল হচ্ছে-আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়া। কারণ, ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গেলে এমন অনেক আমল করার প্রয়োজন পড়ে যা করতে প্রচুর ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করা লাগে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান সে আমলগুলো বাদ রেখে তার ভর পুষিয়ে নেয়ার জন্যে ছোট সওয়াবের আমল বেশি বেশি করছে।

আয়াতসমূহের উল্লিখিত অসতর্ক অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ-

১. তথ্য ক'টিতে مَوَازِيْنَ (মাওয়াযিন) ثَقُلَتْ (ছাকুলাত) হলে বেহেশত (কল্যাণ) বা خَفَّتْ (খাফ্ফাত) হলে দোযখ (মহাক্ষতি) পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাওয়াব বা গুনাহের পাল্লা ছাকুলাত বা খাফ্ফাত হলে বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার কথা সরাসরি বলা হয়নি।

২. আয়াতসমূহে مَوَازِيْن ، خَفَّتْ হলে দোযখ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে কিন্তু কী পরিমাণ خَفَّتْ হলে তা হবে সেটি সরাসরি বলা হয়নি।

৩. কুরআন ও হাদীসের কোথাও সওয়াব ও গুনাহের মাপ ভরের ভিত্তিতে হবে-এ কথাটি বলা হয়নি। আবার কোন্ সওয়াব ও কোন্ গুনাহের ভর কত, মাপের একক এবং মাপের যন্ত্র কী হবে তাও বলা হয়নি।

৪. বিন্দু পরিমাণ গুনাহের জন্যে যদি কিছুকাল দোযখে যেতে হয় তবে নবী-রাসূলগণ বাদে কেউই কিছুকাল দোযখ ভোগ না করে বেহেশতে যেতে পারবে না। কারণ, বিন্দু পরিমাণ গুনাহ করেনি এমন লোক নেই।

৫. ব্যাখ্যাটি বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ। কারণ, আমল তথা কাজ মাপা হয় গুরুত্বের ভিত্তিতে। আর সে মাপের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ণয়ের চিরসত্য নীতিমালা হচ্ছে, কোন কাজে মৌলিক ত্রুটি থাকলে কাজটি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে পুরোটাই ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

৬. পূর্বোল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের তথ্য ও উপাসনামূলক ইবাদাতের শিক্ষা বিরুদ্ধ। কারণ, সেখানেও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, পরকালে মানুষের আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। আর সে মাপের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ণয়ের নীতিমালা হবে–কারো আমল নামায় একটিও মৌলিক (বড় বা কবীরা) গুনাহ উপস্থিত থাকলে তার জীবনের সকল সওয়াবের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই তাকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে, যদি সে মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তওবা করে সঠিক ইসলামে ফিরে না এসে থাকে।

❑❑ ২ নং তথ্যের আয়াত কটির সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা

আয়াত ক'খানির সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে হলে وَزْنٌ , مَوَازِيْنٌ , ثَقُلَتْ , ও خَفَّتْ এ চারটি শব্দের আরবী ভাষায় যে সকল অর্থ হয় তা প্রথমে জানতে হবে। তারপর যে অর্থটি নিলে আয়াতসমূহ অর্থবোধক হয় এবং বের হয়ে আসা অর্থ বা ব্যাখ্যা অন্য আয়াতের সম্পূরক হয়, শব্দক'টির সে অর্থ নিয়ে আয়াতসমূহের অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে হবে। তাই চলুন প্রথমে শব্দগুলোর কী কী অর্থ হয় তা প্রথমে দেখা যাক।

বিখ্যাত আল-মাওরিদ (AL-MAWRID) আরবী-ইংরেজী (Arabic to English) অভিধান অনুযায়ী এ শব্দকটির বিভিন্ন অর্থ-

ওজন (وَزْنٌ) শব্দটির বিভিন্ন অর্থ-

- Weight - ভর (ওজন)
- Importace - গুরুত্ব
- Signnificance - তাৎপর্য
- Gravity – গুরুত্ব
- Measure – পরিমাণ করা; পরিমাণ, মাত্রা ইত্যাদি নির্ণয় করা

▪▪ আল-কুরআনে গুরুত্ব বুঝতে وَزْنٌ শব্দটির ব্যবহার হওয়ার প্রমাণ-

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

অর্থ: এরা হল সেই সব লোক যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তার নিকট উপস্থিত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করেছে। একারণে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন গুরুত্ব দিব না। (কাহাফ: ১০৫)

www.pathagar.com

❑ **মাওয়াযিন শব্দের বিভিন্ন অর্থ-**

- Balance - দাঁড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড মাপযন্ত্র ইত্যাদি
- Scale – মাপের ফিতা বা কাঠি
- Important - গুরুত্বপূর্ণ
- Significant - তাৎপর্যপূর্ণ
- Measured - সুবিবেচনাপূর্ণ
- যে বিষয়ের আল্লাহর নিকট গুরুত্ব বা তাৎপর্য আছে। যেমন-আমলে সালেহ, নেকী বা সওয়াব।

ছাকুলাত (ثَقُلَتْ) শব্দের বিভিন্ন অর্থ

ছাকুলাত (ثَقُلَتْ) শব্দটি ثَقُلَ শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। একই মূল হতে উৎপন্ন হওয়া আর একটি শব্দ হল مِثْقَال (মিছকাল)। এ শব্দদু'টির বিভিন্ন অর্থ -

ثَقُلَ

❑ To become heavy

- ভারী হওয়া
- স্বাভাবিক পরিমাণ, শক্তি, আকার ইত্যাদির চেয়ে বেশি হওয়া।

مِثْقَال

- Weight – ভর
- Amount – পরিমাণ
- A tiny amount – مِثْقَالُ ذَرَّةٍ -বিন্দু পরিমাণ।

❑ **خَفَّتْ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ**

خَفَّتْ শব্দটির উৎপত্তি خَفِيْفٌ শব্দটি হতে। এই خَفِيْفٌ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হল-

- light - হাল্কা
- slight - ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য ইত্যাদি
- little - কম, স্বল্প ইত্যাদি
- unimportant - গুরুত্বহীন, নিরর্থক ইত্যাদি
- insignificant - তাৎপর্যহীন, নিরর্থক ইত্যাদি
- inconsiderable - বিবেচনার অযোগ্য, তুচ্ছ, সামান্য ইত্যাদি

www.pathagar.com

⬟⬟ আল-কুরআনে সামান্য, অল্প, কম বা কমানো অর্থে শব্দটি ব্যবহার হওয়ার প্রমাণ-

فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থ: তাদের আযাব কোনভাবে কমানো হবে না এবং তাদের কোনদিক থেকে সাহায্যও করা হবে না। (বাকারা: ৮৬)

উল্লিখিত বিষয়সমূহ সামনে রাখলে সহজে বুঝা যায় ২নং তথ্যের আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ হবে নিম্নরূপ

ক. সূরা ক্বারিয়ার ৬-১১ আয়াত

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ.فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ. فَأُمُّه هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه. نَارٌ حَامِيَةٌ.

অর্থ: অতঃপর যার আমলে সালেহ (নেকী বা সওয়াব) বেশি হবে সে পছন্দমত সুখে শান্তিতে (বেহেশতে) থাকবে। আর যার নেকী বা সওয়াব কম (শূন্য) হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। তুমি কি জান তা কী? (তা হল) প্রজ্বলিত অগ্নি।

খ. সূরা আরাফের ৮ ও ৯ নং আয়াত -

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

অর্থ: সেদিন গুরুত্ব পাবে সত্য, নেকী বা আমলে সালেহ (অথবা সেদিন আমল মাপা হবে সঠিক পদ্ধতিতে তথা গুরুত্বের ভিত্তিতে)। অতঃপর যাদের (আমলে সালেহ) নেকী বা সওয়াব বেশি হবে তারা কল্যাণ (বেহেশত) লাভ করবে। আর যাদের আমলে সালেহ, কম (শূন্য) হবে তারা নিজেরাই নিজেদের মহাক্ষতির (জাহান্নামের) সম্মুখীন করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতের প্রতি যুলুম করেছে।

গ. সূরা মু'মিনুনের ১০২ নং আয়াত-

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: অতঃপর যাদের আমলে সালেহ, বেশি হবে তারা সফলকাম হবে (বেহেশত পাবে)। আর যাদের আমলে সালেহ কম (শূন্য) হবে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।

কিছু বর্ণনা যা নির্ভুল হাদীস বলে চালু আছে এবং যা সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টির পেছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে এবং রাখছে

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ আছে যা পরকালে সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতির ব্যাপারে মুসলিম সমাজে ব্যাপক ভুল ধারণা চালু হওয়ার পেছনে বিরাট ভূমিকা রাখছে। ঐ হাদীসগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ-

তথ্য-১

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَعَمْ ... ... ثُمَّ يُضْرَبُ الْجسْرُ عَلى جَهَنَّمَ وَتَحلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْف الْعَيْنِ وَكَالْبَرْق وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيد الْخَيْلِ وَالرِّكَاب فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ منَ النَّار فَوَالَّذي نَفْسي بيَده مَا منْ أَحَد منْكُمْ بأَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ منَ الْمُؤْمنينَ لله يَوْمَ الْقيَامَة لإِخْوَانهِم الَّذينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا.ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقيَ فِيهَا أَحَدٌ ممَّنْ أَمَرْتَنَا به فَيَقُولُ ارْجعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبه مثْقَالَ دينَارٍ منْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبه مثْقَالَ نصْف دينَارٍ منْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبه مثْقَالَ ذَرَّة منْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا.فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَت الْمَلَائكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ

www.pathagar.com

الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ. فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَّارَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. منفق عليه

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন হ্যাঁ।... ... অতঃপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন নবী-রাসূলগণ (স্ব-স্ব উম্মতের জন্যে) এই ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ! নিরাপদে রাখ! মু'মিনগণ পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। সে মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের প্রত্যেক নিজের হক বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ তাদের সেই সমস্ত ভাইর মুক্তির জন্যে আল্লাহর সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনও দোযখে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! এই সমস্ত লোক আমাদের সাথে রোজা রাখত, নামাজ পড়ত এবং হজ আদায় করত (সুতরাং তুমি তাদেরকে নাজাত দাও)। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও, তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে দোযখ হতে মুক্ত করে আন। তাদের চেহারা-আকৃতি পরিবর্তন করা দোযখের আগুনের ওপর হারাম করা হয়েছে। তাই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত লোকেরা তাদের জাহান্নামবাসী ভাইদেরকে দেখে চিনতে পারবে। তখন তারা দোযখ হতে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের রব! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের সকলকে বের করে আন। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার

www.pathagar.com

পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের সবাইকে বের করে আন! সুতরাং এতেও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকেও বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মু'মিনীন সকলেই শাফায়াত করেছে, এখন এক 'আরহামুর রাহিমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট নেই। এই বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে দোযখ হতে বের করবেন যারা কখনও কোন নেক আমল করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কাল কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখ ভাগের একটি নহরে ঠেলে দেয়া হবে, যার নাম হল 'নহরে হায়াত'। এতে স্রোতের ধারে যেমনিভাবে ঘাসের বীজ গজায়, তেমনিভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজাবে। তারা তা হতে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত (চকচকে অবস্থায়)। তাদের ঘাড়ে সীলমোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহর আযাদকৃত। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। অথচ এরা পূর্বে কোন নেক আমল করেনি। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এই জান্নাতে তোমরা যা দেখছ, তা তোমাদেরকে দেয়া হল এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেয়া হল। (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-২

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. (متفق عليه)

অর্থ: হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও রাসূল, হযরত ঈসাও ছিলেন আল্লাহর দাস ও রাসূল, তাঁর বাঁদীর সন্তান ও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) রুহ এবং বেহেশত ও দোযখ সত্য, আল্লাহতায়ালা তাকে বেহেশত দান করবেন। তার আমল যা-ই থাকুক না কেন! (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

তথ্য-৩

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. رواه مسلم

অর্থ: হযরত আবু যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যে জান্নাতীদের মধ্যে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সর্বশেষ জাহান্নামী, যে তা হতে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহ তার সম্মুখে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গুনাহ দূরে রাখ। তখন তার ছোট ছোট গুনাহই তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বল তো, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ, করেছি। বস্তুত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তার বড় বড় গুনাহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে এক একটি নেকী দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তো এমন কিছু (বড় বড়) গুনাহও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী হযরত আবু যর (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে তাঁর মাঢ়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। (মুসলিম)

তথ্য-৪

عَنْ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.رواه الترمذى و ابو داود و رواه ابن ماجة عن جابر.

www.pathagar.com

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর ইবনে মাজাহ হযরত জাবের (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

তথ্য-৫

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ... ... فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ ... ... فَأَقُوْلُ يَارَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ عِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ. متفق عليه

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সকলে হযরত আদম (আ.)-এর কাছে যেয়ে বলবে, আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন।

(এরপর হাদীসখানির কিছু অংশ জুড়ে বলা হয়েছে, লোকেরা আদম আ. এর পর ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আ. এর নিকট শাফায়াতের জন্যে অনুরোধ করবে। কিন্তু তাঁদের সকলে নিজেদের দুর্বলতা দেখিয়ে সে ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে ঈসা আ. তাদেরকে মুহাম্মাদ স. এর নিকট যেতে বলবেন। অতঃপর হাদীসটির পরবর্তী অংশ হচ্ছে-)

তখন তারা সকলে আমার কাছে আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এই কাজের জন্যে। এবার আমি আমার রবের কাছে অনুমতির প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সব প্রশংসা দ্বারা

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশে সেজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফায়াত কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর রহম করুন, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন) বলা হবে, যাও যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোযখ হতে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব।

(এরপর হাদীসখানিতে একই বর্ণনা ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূল স. মোট ৪ বার সেজদায় যেয়ে আল্লাহর নিকট উম্মতের জন্যে দোয়া করবেন। ২য় বারে আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যে সকল মানুষের অন্তরে অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের তিনি দোযখ থেকে বের করে আনবেন। ৩য় বার অনুমতি পেয়ে তিনি যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন। আর ৪র্থ বার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বলবেন)।

হে রব! যারা শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছেন, আমাকে তাদের জন্যও শাফায়াত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে দোযখ হতে বের করব।

(বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-৬

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَ ذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَة ... ...

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর খেদমতে বাজুর গোশতটিই পেশ করা হল। মূলত তিনি এই গোশত খেতে বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সমস্ত মানুষের সর্দার, যে দিন মানবমণ্ডলী

www.pathagar.com

রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং সূর্য থাকবে (মাথার) খুব কাছে। পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌঁছবে, যা সহ্য করার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা (অস্থির হয়ে পরস্পরে) বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে খোঁজ করে পাও না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্যে সুপারিশ করবেন? তখন তারা হযরত আদম (আ.) এর কাছে আসবে। এর পর বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রা.) ১ নং তথ্যের হাদীসখানির ন্যায় শাফায়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বর্ণনা করেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসগুলোর বক্তব্য থেকে সওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে যে ভুল ধারণা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে

হাদীসগুলোর বক্তব্য হতে জানা যায়, যে মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু সওয়াব ও কিছু গুনাহ আছে সে গুনাহের পরিমাণ মতো সময় দোযখ ভোগ করার পর সওয়াবের পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।

এ বক্তব্য থেকে ধরে নেয়া হয়েছে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে। কারণ ভরের ভিত্তিতে মাপলে আমল নামায় উপস্থিত থাকা সকল গুনাহের জন্যে শাস্তি এবং সকল সওয়াবের জন্যে পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলে তা সম্ভব নয়। কারণ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলে কবীরা (মৌলিক) গুনাহের উপস্থিতি সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য করে দেয়।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

একটি হাদীস পর্যালোচনার সময় যে তথ্যগুলো সকল সময় মনে রাখতে হবে-

১. হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় সনদ তথা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও গুণাগুণের ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয় তথা মতনের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই 'সহীহ' হাদীসের বক্তব্যের (মতনের) নির্ভুলতা যাচাইয়ের দরকার আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

২. কোন হাদীসের বক্তব্য বিষয় কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধ হলে হাদীসটি সহীহ হলেও তার বক্তব্য বিষয় গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধ কোন কথা রাসূল (সা.) বলতে পারেন না এবং হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

৩. একটি সহীহ হাদীস অপেক্ষাকৃত দুর্বল অন্য একটি সহীহ হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত করে।

৪. যে হাদীসের বক্তব্য কুরআনের সাথে যত বেশি সামঞ্জস্যশীল সে হাদীস তত বেশি শক্তিশালী।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

১. হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আল-কুরআনের অনেক আয়াতের বিভিন্ন ধরনের তথ্যের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকালে আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ উপস্থিত থাকলে মু'মিন ব্যক্তিকে দোযখে যেতে হবে। আমলনামায় যদি কবীরা গুনাহ বাদে অন্য গুনাহ থাকে, তবে কাউকে দোযখে যেতে হবে না। আর দোযখে যে যাবে তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

২. হাদীসগুলোর বক্তব্য পূর্বে উল্লিখিত অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্যের বিরুদ্ধ। কারণ ঐ হাদীসগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে বেহেশতে যাবে সে সেখানে চিরকাল থাকবে এবং যে দোযখে যাবে সেখানে সে চিরকাল থাকবে।

৩. হাদীসসমূহের বক্তব্য মানুষকে গুনাহ (অপরাধ বা অন্যায়) করতে উৎসাহিত করে। কারণ মানুষ জানবে বড় অপরাধ বা অন্যায় করলেও কিছুকাল দোযখ ভোগ করার পর কৃত নেকী বা সৎ কাজের জন্যে অনন্তকালের বেহেশত পাওয়া যাবে। তাই সম্পূর্ণ সৎ থেকে দুনিয়ায় কষ্টের জীবন যাপন করার চেয়ে কিছু অন্যায়ের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনটা শান্তিতে কাটানো যুক্তিসংগত বা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

৪। আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন অসম্ভব হবে। কারণ মানুষ ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় কষ্টসাধ্য, ঝুঁকিপূর্ণ ও ত্যাগ দাবিকারী কাজ বাদ রেখে তার ভর পুষিয়ে নেয়ার জন্যে, অল্প ভরের তথা ছোট সওয়াবের কাজ বেশি বেশি করবে।

তাই হাদীস শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী সহীহ হলেও উল্লিখিত হাদীসগুলো রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

শেষ কথা

সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি, সে মাপের পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্তমান মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কথা এবং কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্য, যতটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তথ্যগুলো জানার পর যে কোন সচেতন পাঠকই সহজে বুঝতে পারবেন, সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্বন্ধে মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু থাকা ধারণার সাথে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের কোন মিল নেই। আর চালু থাকা ঐ ভুল ধারণার স্বাভাবিক যে প্রতিফলন মুসলিমদের আমলে দেখা যায়, তা জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করতে থাকবে—এটি বুঝাও কঠিন নয়। তাই বিষয়গুলো জানার পর আমাদের সকলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তা অপরকে জানানো। এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করলে আমাদের সকলকেই পরকালে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। অন্যদিকে আমরা সকলেই যদি এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসি, তবে আশা করা যায়, জ্ঞান ও আমলের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে, অভাগা মুসলিম জাতির সদস্যরা দুনিয়া ও আখিরাতে হারিয়ে যাওয়া স্থান আবার ফিরে পাবে।

ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক মু'মিন ভাই ও বোনের নিকট অনুরোধ, পুস্তিকায় কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যসহ আমাকে জানাবেন। সঠিক হলে তা পরবর্তী সংস্করণে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে –

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল সা. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন এবং কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুণাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!)পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

www.pathagar.com